দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...15 JAN 2012...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাকৃবিতে শিক্ষকসহ বিভিন্ন পদে কোটি কোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্য!

দলীয় বিবেচনায় অযোগ্যদের নিয়োগ

□ মো. শামসুল আলম খান : ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) চলতি বছরে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষকসহ প্রথম শ্রেণীর পদ মর্যাদায় বিভিন্ন পদে নিয়োগে সীমাহীন স্বজনপ্রীতি, বয়স উত্তীর্ণ ও অযোগ্যদের দলীয় বিবেচনায় নিয়োগে কোটি কোটি টাকার বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূতভাবে এ নিয়োগ সম্পন্ন হওয়ায় সংক্ষুব্ধ মেধাবী বঞ্চিতরা। একাধিক সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৮তম সিন্ডিকেট সভার মাধ্যমে বাকৃবির ৩২ শিক্ষক ও প্রথম শ্রেণীর পদ মর্যাদায় ৩৬ জনকে চূড়ান্ত নিয়োগ দেয়া হয়েছে। শূন্যপদ না থাকা সত্ত্বেও এ নিয়োগে যাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাদের অনেকেরই বয়স ৩৫ থেকে ৪০ বছর। এমনকি লিখিত পরীক্ষা ছাড়াই তাদের পৃঃ ২ কঃ ৬

বাকৃবিতে শিক্ষকসহ

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অথচ প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পদে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে মেধাবী প্রার্থীদের নিয়োগ দেয়ার নিয়ম রয়েছে। এসব নিয়োগে রীতিনীতি উপেক্ষা করে বয়স উত্তীর্ণ অযোগ্য ছাত্র নামধারীদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছে বেশ কয়েকটি সূত্র।

বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, এ নিয়োগের নেপথ্যে ছিলেন 'এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক সময়ের প্রভাবশালী ছাত্রনেতা বর্তমান মহাজোট সরকারের বগুড়া-১ সংরিক্ষাকাঙ্ক্ষী আসনের এমপি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবশালী সিন্ডিকেট সদস্য কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান।

তিনি ৮ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসে রেজিস্ট্রার নজিবুর রহমানের সাথে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে দেন-দরবার করেন। প্রথম দিকে রেজিস্ট্রার বেঁকে বসলেও পরে বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রভাবশালী এক ব্যক্তি ও বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী জ্যেষ্ঠ শিক্ষকের মধ্যস্থতায় পরের দিন ২৯৮তম সিন্ডিকেট সভায় এসব নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়।

যদিও এসব বিষয় অস্বীকার করে এমপি কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান বলেন, 'এর চেয়ে ভালো নিয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে কোনদিন হয়নি।'

নাম প্রকাশে আপত্তি জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র অভিযোগ করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ থেকে ৪ জন ছাত্রলীগ নেতা ছাড়া বাকিদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে এসব চাকরি দেয়া হয়েছে। প্রতিটি নিয়োগে ৫ থেকে ৮ লাখ টাকা পর্যন্ত নেয়া হয়েছে। ফলে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে বয়স উত্তীর্ণ ও অযোগ্যদের নিয়ম বহির্ভূতভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এতে বঞ্চিত হয়েছে অনেক মেধাবী প্রার্থী।

শিক্ষক পদে যতো অনিয়ম

নিজেদের নাম-পরিচয় গোপন রাখার শর্তে বঞ্চিতদের একটি সূত্র জানায়, বাকৃবির কৃষি অনুষদে অনার্সে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী আহসান মোস্তফা কামাল শামীম এবং ষষ্ঠ স্থান অধিকারী মনিরা ইয়াসমিন হ্যাপি ওই বিভাগের প্রভাষক হতে পারেনি। এরমধ্যে আহসান মোস্তফা কামাল শামীম সম্প্রতি বাকৃবির ৬ষ্ঠ সমাবর্তনে স্বর্ণপদকও লাভ করেন।

অথচ গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৮তম সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাকৃবির মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত মো. শফিকুল ইসলাম কৃষি অনুষদের অনার্সে অষ্টম স্থান অধিকার করেছিলেন।

শুধু সে বাকৃবির মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাবশালী শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল ইসলামের জামাতা হওয়ায় অধিকতর মেধাবীদের ডিঙ্গিয়ে প্রভাষক পদে নিয়োগ পেয়েছেন।

কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা বিভাগে বঞ্চিত মেধাবীদের কয়েকজন নাম প্রকাশে আপত্তি জানিয়ে অভিযোগ করেন, ওই সিন্ডিকেট সভায় বাকৃবির কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বাকৃবির মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের একোয়াকালচার বিভাগের প্রভাবশালী শিক্ষক অধ্যাপক ড. এসএম রহমত উল্লাহর ছেলে এসএম আশিক উল্লাহ।

বাকৃবির কৃষি অনুষদের অনার্সের রেজাল্টে [illegible]

হয়নি তৃতীয় স্থান অধিকারী ইফাত আরা মাহজাবিনকে। ওই একই বিভাগে আরেকটি প্রভাষক পদে নিয়োগ পেয়েছেন ৬ষ্ঠ স্থান অধিকারী শারমিন আক্তার।

অথচ নিয়োগ পাননি চতুর্থ স্থান অধিকারী কামরুজ্জামান। এক্ষেত্রে শারমিন আক্তারকে নিয়োগ দিয়ে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ রয়েছে।

মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও বঞ্চিত হয়েছেন এমন আরো কয়েকজন নিজেদের পরিচয় গোপন রাখার শর্ত দিয়ে বলেন, বাকৃবির সিড সায়েন্স ও টেকনোলজি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রভাবশালী শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো. ফেরদৌস মন্ডলের ছেলে আতিক উস ছাদিদ। অনার্সের রেজাল্টে তার অবস্থান ১০ম। অথচ শিক্ষক হতে পারেননি সপ্তম স্থান অধিকারী রহিমা বিনতে হক।

বাকৃবির কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন একই বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. একেএম শামসুদ্দীনের মেয়ে ফারহানা শারমিন সুমা এবং ইনস্টিটিউট অব এগ্রিবিজনেস ম্যানেজমেন্টে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুপুষ্টি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো. জসিম উদ্দিন খানের ছেলে শাহরিয়ার জামিল খান।

জামিল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেন। অথচ নিয়োগ পাননি বাকৃবির কৃষি অর্থনীতি অনুষদের অনার্সে ৩য় স্থান অধিকারী মনোজ দাস। ড. জসিম উদ্দিন তার ছেলের মৌখিক পরীক্ষার দিনও ওই সিলেকশন কমিটিতে ছিলেন।

মেধাবী বঞ্চিত শিক্ষার্থীরা জানান, অনার্সে তুলনামূলকভাবে ভালো ফলাফল থাকা সত্ত্বেও স্বজনপ্রীতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তারা। তাই এসব ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেছেন তারা।

অভিযোগ উঠা শিক্ষকদের বক্তব্য

এ বিষয়ে বাকৃবির মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, 'যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অপপ্রচার ও হীন স্বার্থে অনেকেই উল্টাপাল্টা কথা বলছেন। আসলে এসবের কোন ভিত্তি নেই।'

বাকৃবির একোয়াকালচার বিভাগের অধ্যাপক ড. এসএম রহমত উল্লাহ বলেন, 'নিয়োগ কমিটি নিয়োগ দিয়েছে। আমি নিয়োগ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ছিলাম না। এখন যদি কেউ বলে দুর্নীতি হয়েছে তবে এটা তো আমার দেখার বিষয় না।'

এ ব্যাপারে বাকৃবির উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. ফেরদৌস মন্ডল বলেন, 'আমার ছেলে ডিপার্টমেন্টের সেরা ছাত্র। ওর আগে যারা আছে তাদের কোন না কোন বিষয়ে ক্রস আছে। ও ক্লিন। যোগ্যতা দিয়েই ওর চাকরি হয়েছে। এখানে কোন দুর্নীতি হয়নি।'

বাকৃবির কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের অধ্যাপক ড. একেএম শামসুদ্দীনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে উল্লেখ ছিল মেধা তালিকায় শতকরা সাত ভাগের ভেতর থেকে নেয়া হবে। নিয়োগের বেলায় তাই করা হয়েছে। আমি বলছি নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হয়েছে।'

পশুপুষ্টি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. জসিম উদ্দিন খানের মন্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমি তো নিয়োগ কমিটিতে ছিলাম না। নিয়ম অনুযায়ীই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এখানে দুর্নীতির সুযোগ নেই।'

ছাত্রলীগের সাবেক নেতা-কর্মীরাই প্রশাসনিক পদে

শুধু শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও দলীয় বিবেচনা করা হচ্ছে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সেকশনে অফিসার নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রেও স্বজনপ্রীতি ও দলীয় বিবেচনা আনা হচ্ছে। একই ভিত্তিতে গত সোমবারের ওই সিন্ডিকেটে ৩৬ অফিসারকে নিয়োগ দেয়। সূত্র জানিয়েছে, তাদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাবেক নেতাকর্মী।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বক্তব্য

এ বিষয়ে বাকৃবির রেজিস্ট্রার এবং সিন্ডিকেটের সচিব মো. নজিবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে তিনি বলেন, 'আমি নিয়োগ সংক্রান্ত কোন তথ্য দিতে পারবো না।' যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যারা বঞ্চিত হয়েছে তাদের তিনি মামলা করার পরামর্শ দিয়ে মুঠোফোন কেটে দেন।

এ নিয়োগের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. রফিকুল হকের সাথে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।